Sanatan Dharma

মানবদেহে সাতটি চক্রের প্রভাব

মানবদেহে সাতটি চক্রের প্রভাব
1. মূলাধারচক্র
এটি শরীরের প্রথম চক্র। এটি চারটি পাপড়ি বিশিষ্ট "মূল চক্র", যা মলদ্বার এবং লিঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত। মানুষের 99.99% চেতনা এই চক্রের মধ্যে আটকে থাকে এবং তারা এর মধ্যেই মারা যায়। যাদের জীবন আনন্দ, যৌনতা এবং ঘুম দ্বারা প্রভাবিত তাদের শক্তি এই চক্রের চারপাশে কেন্দ্রীভূত থাকে।
প্রভাব: যখন এই চক্র জাগ্রত হয়, তখন ব্যক্তির মধ্যে সাহস, নির্ভীকতা এবং আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয়। সিদ্ধি অর্জনের জন্য সাহস, নির্ভীকতা এবং সচেতনতা অপরিহার্য।
2. স্বাধিষ্ঠান চক্র -
পুরুষাঙ্গের গোড়ার চার আঙুল উপরে অবস্থিত এই চক্রটিতে ছয়টি পাপড়ি রয়েছে। যদি আপনার শক্তি এই চক্রে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে আপনার জীবন উপভোগ, বিনোদন, ভ্রমণ এবং মজা দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করবে। আপনি বুঝতেও পারবেন না যে কখন আপনার জীবন এই সমস্ত কিছু করে কেটে যাবে এবং আপনার হাত এখনও খালি থাকবে।
প্রভাব: জাগ্রত হওয়ার পরে, এটি নিষ্ঠুরতা, অহংকার, অলসতা, অবহেলা, অবাধ্যতা এবং অবিশ্বাসের মতো পাপগুলিকে ধ্বংস করে। সিদ্ধি অর্জনের জন্য, এই সমস্ত পাপকে দূর করা প্রয়োজন, তবেই সিদ্ধিরা আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।
3. মণিপুর চক্র:
নাভির গোড়ায় অবস্থিত, এটি শরীরের মধ্যে তৃতীয় চক্র, যাকে মণিপুর বলা হয়, এবং এটি ১০টি পদ্মের পাপড়ি দিয়ে গঠিত। যে ব্যক্তির চেতনা বা শক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত থাকে তারা কর্মে মগ্ন থাকে। এই ধরণের ব্যক্তিদের কর্মযোগী বলা হয়। তারা বিশ্বের যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত।
প্রভাব: এটি সক্রিয় করলে লোভ, ঈর্ষা, পরচর্চা, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, আসক্তি এবং অন্যান্য পাপের মতো অশুচিতা দূর হয়। এই চক্রটি মূলত আত্ম-ক্ষমতা প্রদান করে। সাফল্য অর্জনের জন্য, আত্ম-উপলব্ধি থাকা অপরিহার্য।
4. অনাহতচক্র
অনাহতচক্র, হৃদয়ে অবস্থিত, বারোটি সোনালী অক্ষরে সজ্জিত, বারোটি পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মের পাপড়ি দিয়ে সজ্জিত, হল অনাহতচক্র। যদি আপনার শক্তি অনাহতে সক্রিয় থাকে, তাহলে আপনি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি। প্রতি মুহূর্তে, আপনি নতুন কিছু তৈরি করার কথা ভাবেন। আপনি একজন চিত্রশিল্পী, কবি, গল্পকার, প্রকৌশলী ইত্যাদি হতে পারেন।
প্রভাব: যখন এটি সক্রিয় হয়, তখন লোভ, প্রতারণা, হিংস্রতা, মিথ্যা যুক্তি, উদ্বেগ, আসক্তি, অহংকার, অবিবেচনা এবং অহংকার দূর হয়। এই চক্রের জাগ্রত হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে প্রেম এবং করুণা জাগ্রত হয়। এর জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে, সময়ের জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, নিরাপদ, চরিত্র-সচেতন এবং আবেগগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তি অত্যন্ত দানশীল, নিঃস্বার্থ এবং মানবতার প্রেমিক

হয়ে ওঠেন, সকলের প্রিয়।

5. বিশুদ্ধচক্র

গলা হল সরস্বতীর আসন, যেখানে ১৬টি পাপড়ি বিশিষ্ট বিশুদ্ধচক্র অবস্থিত। সাধারণত, যদি আপনার শক্তি এই চক্রের চারপাশে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী হবেন।

প্রভাব: এটি জাগ্রত করার মাধ্যমে, কেউ ১৬টি শিল্প এবং ১৬টি শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এর জাগ্রততা কেবল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না বরং আবহাওয়ার প্রভাবকেও প্রতিহত করতে পারে।

6. অজ্ঞাচক্র:

অজ্ঞচক্রটি ভ্রুর মাঝখানে (দুই চোখের মধ্যবর্তী ভ্রু কুঁচকে) অবস্থিত। সাধারণত, যে ব্যক্তির শক্তি এখানে বেশি সক্রিয় থাকে সে বৌদ্ধিকভাবে ধনী, সংবেদনশীল এবং তীক্ষ্ণ মনের অধিকারী হয়ে ওঠে, কিন্তু সবকিছু জেনেও তারা নীরব থাকে। একে বৌদ্ধিক সিদ্ধি বলা হয়।

প্রভাব: অসীম শক্তি এবং সিদ্ধি এখানে বাস করে। এই অজ্ঞান চক্রকে জাগ্রত করলে এই সমস্ত শক্তি জাগ্রত হয় এবং ব্যক্তি একজন সিদ্ধ পুরুষ হয়ে ওঠে।

7. সহস্রারচক্র:

সহস্রার মস্তিষ্কের কেন্দ্রে অবস্থিত, যেখানে চুল রাখা হয়। যদি কোনও ব্যক্তি যম ও নিয়ম অনুসরণ করে এখানে পৌঁছে থাকেন, তবে তিনি একটি আনন্দময় দেহ অর্জন করেছেন। এই ধরণের ব্যক্তির জগৎ, ত্যাগ বা সিদ্ধির প্রতি কোনও আগ্রহ নেই।

প্রভাব: শরীরের এই অবস্থানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক এবং জৈবিক শক্তি রয়েছে। এটিই মুক্তির প্রবেশদ্বার।

Published on: Oct, 23 2025 14:32